বিগ্রহ

তারক রেজ

বৃষ্টি এল। এক ঝলকঠান্ডা বাতাসে শির করে উঠলে সৌম্যকান্তের সারা শরীর। মাথারগোড়ে দক্ষিণের জানালা বন্ধ করে দিতে দিতে বৃষ্টি ফিরে চাইল। কীদেখছ কান্তদা ? ট্যালকম পাউডার উপুরে করে সৌম্যর সারা শরীরেমাখিয়ে দেবে। এর আগে নিপুণ হাতে জামাকাপড়গুলো এক এক করে খুলেনেবে। আলমারী থেকে নতুন কান্ড সেটপাড়িয়ে দিতে দিতে গুন্ গুন্ রবিঠাকুরের গান গাইবে, আমার বেলা যে যায়.....।

জামা কাপড় খোলাআরপরাটুকুর সময় সৌম্য চোখ দুটো বুজে থাকেন। নববই পার হয়ে যাওয়ানগ্ন শরীরটা বাইশ বছরের বৃষ্টির সামনে বোধ হয় কুঁকড়ে যায়।এ-সব কাজ আগে নাত বৌ সারদাই করত। কুড়ি বছরে শুধু হত বদলই হয়েছে।

কেন যে কাজটা সারদাবৃষ্টিকে দিল, সৌম্যর জানার কথা নয়। পক্ষাঘাতে পঙ্গু শরীরটা তোএখন আর তাঁর নয়। বংশের এজমালী সম্পত্তি।

বৃষ্টি-ই একদিন বলল,কান্তদা লজ্জা পেও না, নার্সিং-এ এসব অনেক করতে হয়েছে। মা-ই তো বললেন,তোর ট্রেনিং নেয়া আছে, তুই-ই ভালো পারবি।

সৌম্য হাসতে চাইলেন।মুখের দুপাশে খানিকটা কুঞ্চিত হল।
----জানি তুমি হাসছকান্তদা। ভাবছো এইটুকুন পুঁচকি মেয়ে..... না তা নয়। বয়সটাকোনো ফ্যাক্টার নয়, অভিজ্ঞতাটাই আসল।

সৌম্য ভেতরে ভেতরেআর একবার হাসলেন। মেয়েটা বলে বেশ। জ্ঞান হবার আগে থেকেই তো এই অনড়শরীরটা দেখছে। অভিজ্ঞতাই তো।

---মা কী বলেন জানো !
সৌম্যের চোখের ওপর ভ্রুদুটো কেঁপে উঠল। সেদিক পানে চেয়ে বৃষ্টি কৃত্রিম গাম্ভীর্য্য আনলোমুখে। জানে এই স

ময়টুকু সৌম্য খুবঅস্থির হয়ে উঠবেন।
সৌম্যরা ঠোঁটদুটোকাঁপছে। একটা অচল আধুলির মত জীবনটা। স্থবির। তবু তাঁকে নিয়েকথা হয় ! একটা নষ্ট হয়ে যাওয়া ক্যানভাসে নিজেকে অহর্নিশ সহ্য করে যেতে আর ভালো লাগেনা সৌম্যর।
----কী হল ? রাগ হয়েছেকান্তদা ? যেন মেঘ ফাটিয়ে কল্ কল্ ঝরে পরার মত বৃষ্টি বলল, মাবলেন তুমি পুণ্যরান কান্তদ

া, ছেলে,নাতি,পুতি, পুতনী সববাইকে তমিদেখছ, তোমার সেবা করাও পুণ্যি।

সৌম্যরা ভ্রূ দুটো আবারকেঁপে উঠল। পুণ্যবান-ই বটে। শুয়ে থাকতে থাকতে বেড সোর হয়ে গেছে।ইয়ার্ডের পাশে পড়ে-- থাকা মরচে ধরা, ব্যাবহারের অযোগ্য স্টিম্ইঞ্জিনের যদিও আছে, তাঁর নেই।

ডান হাতে চিনী ধরে বাঁহাতের তালু সৌম্যর কপালে রেখেছে বৃষ্টি। দাদু, তোমার ছেলে, হরনাথচট্টোপাধ্যায়, কী বলেন জান!

টেবিলের ড্রয়ার থেকেওষুধের পাতা বের করতে করতে বৃষ্টি ফিরে চাইল। সৌম্যর চোখদুটো স্থির।
---দাদু বলেন, ঋষিঅরবিন্দের তুমি যোগ্য শিষ্য, ছিলে অ্যানার্কিষ্ট। স্বাধীনতার সসস্ত্র যুদ্ধেঝাঁপিয়ে পড়েছিলে, কত স্বপ্ন! তারপর নির্বিকল্প সমাধি।ইন্দ্রিয়ের সব দরজাগুলো এক এক করে বন্ধকরে দিয়ে তোমার মৌন সাধনা।

হরনাথ বেশ সুন্দর করেবলতে পারে তো ! একবার উঠে বসে দুটো হাতে তালি দিয়ে বলতে ইচছাকরছে, কেয়া বাত হরনাথ ! রেসের ঘোড়া পড়ে গেলে তাকে গুলি করেমারাই বিধেয়, অথচ তোমার সেই ঘোড়াকে ওষুধ পথ্য,সব দিচ্ছ। আবার তাকেনিয়ে এপিটাফ্ লিখতেও ভোল নি।

---দাদু, দুমি নাকি সিংহছিলে। চারবছর জেলে ছিলে। ঠিক সেই সময়ের মধ্যে বড় ঠাম্মা দেহ রাখলেন।তুমি যখন ফিরে এল....সবাই ভেবেছিল তুমি খুব কষ্ট পাবে। কিন্তু....তুমিখানিক চুপ করে থেকে হো হো করে হেসে উঠেছিলো। অরাক হয়ে যাওয়াদৃষ্টিগুলো জরিপ হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলছিলে, পারাধীন দেশে মরে যাওয়াঢের ভালো।

বৃষ্টি চোখদুটো বন্ধকরে যেন আপন মনেই পলে, কে বলেছিলে একথা কান্তদা ! বড় ঠাম্মারজন্য তোমার কষ্ট হয় নি? তোমার জেলে থাকার দিনগুলোয় বড়ঠাম্মা কত একলা হয়ে গিয়েছিলেন ! দেশের বাড়িতে তখন তো এখনকার মতরেডিও, টিভি, টেলিফোন ছিল না। নিঃসঙ্গ বাতাসে একদিন দম্ বন্ধহয়ে যেতেযেতে.....

সৌম্যর গলাটা যেন হঠাৎ শুকিয়েকাঠ হয়ে গেল ! একটা ঘর্ ঘর্ শব্দ হচ্ছে বুকের ভেতর। কেন যে মেয়েটামৃন্ময়ীর কথা বলে!

গ্লাস থেকে খানিকটা জলঠোঁটদুটো ফাঁক করে ঢেলে দিল বৃষ্টি। ঠোঁট চুঁইয়ে জল গরিয়েবালিশে পড়ার আগেই ওড়নার খুঁট দিয়ে বৃষ্টি জলটা মুছে দিল।

----থাক আর বলব না। জানিতোমার কষ্ট হয়। হাল্কা চুলের মধ্যে আলতো চিনীটা ছুঁইয়ে সৌম্যরমুখের ওপর ঝুঁকে পড়েছে বৃষ্টি।

----আসলে তোমারএস্কেপিষ্ট। পালাতে পালাতে একসময় দেওলে পিঠ ঠেকে যায়। চিনীটাবালিশের পাশে রেখে সৌম্যর মাথার চুলে বিলি কেটে দিচ্ছে বৃষ্টি। দেয়ালঘড়িতে টিক্ টিক্ হচ্ছে। সৌম্যর মুখের বলিরেকাগুলো দুর্বোধ্যশিলালিপি। বৃষ্টি নিবিষ্ট সেই রেখাগুলোর দিকে চেয়ে থাকতেথাকতে স্বাগতোক্তির মত করে বলে, স্বাধীনতাস্বাদীনতা করে তোমারা যেকেন ক্ষেপে গিয়েছিলে ! গত কুড়ি বছর তো তোমার হিসাব নেই। স্বাধীনতাপঞ্চাশ পার হয়ে গেছে। দেশটা এখন কমোডিটি, ভোগ্যপন্য। সেই পরাধীন যুগেযেমন ছিল। অর্থ শিক্ষা সংস্কৃতি - সবেতেই দেউলিয়া। সুদের টাকাগুণতে গুণতে দেশটা বিকিয়ে যেতে বসেছে। জানি কান্তদা, হতাশাতোমাদেরও কুড়ে কুড়ে খাচ্ছিল। শরীর এত

সইবে কেন ! বল।

সৌম্যর মুখেররেখাগুলো যেন ভাষায় ফুটে উঠতে চাইছে। মাথার চুলের ওপর বৃষ্টির হাত থেমে গেছে।বৃষ্টি যেন অনেক দূরের, আমরা এখন এক ঘোর অন্দকার টানেলের ভেতরদিয়ে চলেছি, কোথায় শেষ জানি না। তোমাদের তবু ম গ্ন থাকার মতএকটা পৃথিবী ছিল, আমাদের তাও নেই। একটা সত্যিকারের মানুষ নেই, যারহাত ধরে আমারা আলোতে ফিরতে পারি।

মাতার ওপর আকাশ জুড়েএকটা গোটা সূর্য। তবু আলোর অভাব। সৌম্য বোধ হয় হাসেন। শরীরের এইকারাগারে বসে কী পারেন তিনি ! স্বপ্ন দেখা তো পাপ নয়। কখনোমনে হয় এই কারাগার ভেঙে উদ্দমম বেরিয়ে পড়েন। মাথার ওপর আকাশ,পায়ের তলায় খু জমি। পৃথিবীর শেষ কিনারে দাঁড়িয়ে বলতে ইচ্ছে করে,বোকা মেয়ে, স্বাধীনতা নিজেই এস্‌কেপিস্ট।

বৃষ্টি খাট থেকে নেমেগুড্‌ নাইটের কয়েল চেঞ্জ করছে। বাইরে এতক্ষণ শরতের আকাশচুইয়ে হিম পড়ছে। কদিন পরেই ঢাকে কাঠি পড়বে। চারিদিকে আলোররোশনাই। আর একবারের জন্য তাঁর মাথাটা কেউ তুলে ধরবে। বাড়ি সবাএিক এক করে বিজয়ায় প্রণাম সারবে । তারপর নিশ্চদ্র অন্দকারে একা জেগেথাকা।

----জানি তুমি কী ভাবছ?আমি তোমাকে শুধুই কষ্টের কথা বলি। না গো। তুমি যেন একটা খোলা ইতিহাসের পাতার মত।তোমার সামনে দাঁড়িয়ে.....

কথাটা শেষ হল না।বৃষ্টি খিল্‌ খিল্‌ হেসে উঠল, কে এক শক্তি ঘোষালের আখড়ায় তুমিব্যায়াম করতে। আয়রন ম্যান। একটা ক্ষ্যাপা - ষাঁড়ের মাথা একঘুষিতে ফাটয়ে দিয়েছিল। ইংরেজ ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব সব শুনে তোমাকেচাঁদির মেডেল দিতে চেয়েছিল। প্রস্তাবটা যেতেই তুমি বলেছিলেন,যেদিন ওই ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের মাথাটা গুঁড়িয়ে দিতে পারবসেদিনই মেডেল নেব।

তারপর পুলিশ এসেছিলবাড়িতে। তুমি তখন আনডারগ্রাউন্ডে।
সে রাতটা স্পষ্ট মনেআছে সৌম্যর। কুন্দমা দরজা আগলে দাঁড়িয়েছিল। পিছনের দরজা দিয়ে অন্ধকারেরবাগান পার হয়ে সৌম্য তাঁর ডেরায় ফিরেছিলেন। পরে কুন্দমাকে পুলিশ ধরেনিয়ে গিয়েছিল। অনেক অত্যাচারেও কুন্দমার মুখ থেকে একটা কথাও বের করতেপারে নি পুলিশ।

কুন্দ মা যে কী করে মাহয়ে গিয়েছিল.....! কুন্দমার - র আসল নাম কুঞ্জবালা। বাগদী ঘরের বিধবা।জাতপাত, জমিজামা ---- সবেতেই বাতিলের খাতায়। নিতান্ত আইন করেসতীদাহ প্রথা রদ্‌ হয়েছে তখন, তা না হলে চিতার ধোঁয়ায় চেপেকুন্দমা এতদিন স্বর্গবাসিনী হত। কুন্দ মা-র তেমন আক্ষেপ না থাকলেও স্বর্গবঞ্চিতা এই বিধবাটির জন্য ভান্ডার ননদ পাড়া-পড়শীর আক্ষেপের শেষছিল না। ঘন ঘন তাদের দীর্ঘশ্বাস পড়ত, হায় ঘোর কলি !

এর ওর চেয়েচিন্তে ভিক্ষা করে একটা পেট চলে যেত কুন্দমার। আশ্রয় বলতেসৌম্যদের বাড়ির বৈঠকখানা ঘরের দাওয়া। সৌম্যর তখন হাঁটি পা পা বয়স।

পলাশের আগুন ছড়িয়েপড়ার আগেই গাঁয়ে এল শেতলা মায়ের দয়া। মহামারী। গাঁ ছেড়ে সব পালাচ্ছে।
মায়ের দয়া ছাড়লো নাসৌম্যর মা ইন্দুদেবীকেও। মৃত্যুশয্যায়। বাবা পরেশ চ্যাটুজ্যে তখন বার্মায়সার্ভেয়র। আসতে

যেতে সাত সাত চোদ্দ দিন। মাথার গোড়ে শুধু অপলক কুন্দমা।

জ্বরের ঘোরে মা বললেন,আমার দুধের খোকাকে আঁচলে জড়িয়ে তুই পালিয়ে যা কুঞ্জু। কুন্দমা কোনকথা বলে নি। কল াপো কাপড়ের পট্টিতে জলের ফোঁটা ফেলতে ফেলতে কুন্দমা-র চোক জলে ভেসে যাচ্ছিল।

বাবা যখন ফিরলেন তখন সবশেষ। গোয়াল ঘরের পাশে খামার বাড়ির চত্বরে কুন্দমার কোলে সৌম্য। কুন্দমাবাবার বা ড়িয়ে দিয়েছিল সৌম্যকে। বাবা শুধু ক্লান্তি ভেঙে পড়তে পড়তেবলেছিলেন, তোর কোলেই থাক।

সেই থেকে যাওয়া।গাঁয়ের লোক অবশ্য টিপ্পুনি কাটতে ছাড়ে নি। স্বামী-খাকী ছোট জাত বামুনেরওজাত মারলো। ছ্যাঃ। পরেস চ্যাটুজ্যেহেসেছিলেন, মায়ের আবার জান হয় না কী ! সেকালে এরকম একটা কথাতেই বাবাকে গ্রামছাড়তে হয়েছল।

সৌম্য আধো বলত, কুন্দ মা।কুন্দমা কৃত্রিম রাগ দেখিয়ে বলত, বল্ মা। সৌম্যর খুব মজা লাগতো। দুধেরদাঁতের ফাঁকে জিভ্ ঠেকিয়ে বলত, কুন্দ মা।

সেই কুন্দমার মৃত্যুরপর ঘাট-কাজ শ্রাদ্ধ -শান্তি সৌম্য-ই করেছিলেন। কাটোয়ার গঙ্গারনাভিকুন্ড ভাসিয়ে দিয়ে সৌম্য চিৎকার করে বলেছিলেন,মা.....আ.....মাগো।

-----তোমার খুবনস্টালজিক হতে ইচেছ করে। না কান্তদা ? পেছনের পথটা সামনে রেখেহাঁটা যায় না কান্তদা। বিলি ক াটা থামিয়ে মুখের ওপর ঝুঁকে পড়েছেবৃষ্টি।

বৃষ্টির কপালে একগোছা চুল উড়ছে। সেদিক পানে চেয়ে থাকতে থাকতে বালিশে মাথা ঘষছেনসৌম্য । এত ভাবিস না বৃষ্টি। কুন্দমা বলত, বেশী ভাবলে মাথার ব্যামো হয় ।র‍্যাজ্যর ভাবনা তখন সৌম্যর মাথায়। দেশ দেশ করে নাওয়া খাওয় ার সময়পর্য্যন্ত নেই। কুন্দমা বলত, মানুষের বাবনাতেও ভগবান খড়ির গন্ডি টেনেদিয়েছেন, তার বাইরে গেলেই.....।

জানি কান্তদা।সারাক্ষণ ভেতরে ডুব দিয়ে থাকতে থাকতে তুমি ক্লান্ত হয়ে যাও।অথচ দেখ তোমাকে সামনে রেখে.....অ াসলে তুমি আমাদের সবার কাছে, একটারূপকথা। একটা জ্যান্ত মমি। তুমি একটা.....আমরা সবাই যাহতেপারতাম, অ ামাদের যা হওয়া উচিত, তা-ই। তুমিই তো একদিন বলেছিলে,উদারতা শেখা যায় আকাশের কাছে, একদিন হয়তো তুমিও অমনি আকাশ হয়েযাবে। গভীর শূন্যতা।

সৌম্যকান্ত জানেনএবার বৃষ্টি কিছুক্ষণের জন্য ঘরের বাইরে যাবে। তারপর ফিরেআসবে। স্টিলের প্লেটে গলা ভাত, ম াছের ঝোল, আরও কী সব মাখতেমাখতে আদুরে গলায় বলবে, হা করতো খোকন সোনা। সৌম্য প্রথমে মুখখুলবেন ন া। বৃষ্টি সৌম্যর গালে গাল ঘষতে ঘষতে বলবে, জ্বালিও না বাপু,অনেক কাজ আছে।

বিছানা থেকে নেমে বাইরেথেকে মসারি গুঁজে দিয়ে এক সময় বৃষ্টি চলে যাবে ঘর অন্ধকার করে।

নিশ্চিদ্র অন্ধকারে তখন শুধুকুন্দমা। চোখ দুটো বন্ধ করে সৌম্যকান্ত স্পষ্ট দেখতে পান কুন্দমারঠোঁটের কোলে হাসি। ম াগো সারাদিন মা কোথায় থাকো মা !
সারা মুখ জুড়ে কুন্দমার হাসি ছড়িয়ে পড়ে। বোকাছেলে, এই তো তোর পাশে।

দুই

কথাটা সারদা-ই বলল। পাল্টি ঘর, দাবী দাওয়া নেই। সঙ্গীতহীরের টুকরো ছেলে। মাল্টিাশনাল কোম্পানীতে সিনিয়র ইঞ্জিনীয়ারেরগ্রেড পেয়েছে। দেখতে সুন্দর, বাপমার এক ছেলে। বাড়ি গাড়ি, কী নেই ?

কথাগুলো গড়গড় বলেসারদা সৌম্যেরর মুখের দিকে তাকালো, দাদামশাই আপনার মত আছে তো?
সৌম্যর হাসি পেল।ছোটবেলার সেই বুড়ি ছোঁয়া খেলাটা আজও গেল না। বুড়ি ছুঁলেই সব শুদ্ধ, অমর।

বিশেষজ্ঞের মত মুখেরশিলালিপি পড়তে পড়তে সারদার মুখে হাসি ফুটল। জানি আপনার অমত হবে না।প্রথম প্রথম একটু অসুবিধা হবে আপনার । সে আমি সামলে নেব। আমারক-দিন বাঁচলে হয় তো পুতনীর ঘরে.....।

সারদা জানালা দরজা সব পরিপাটিখুলে দিয়ে ঘর ছাড়লো। সূর্য তখন শিরিষ -গাছের মাথা ছুঁয়েছে। পাতায়পাতায় অ ালোর খেলা। সারা বাগান জুড়ে পাখিদের ব্যস্ততা। খড়কুটোঘর সাজানো, হরেক কাজ।

সৌম্য চোখ বুজে সব যেনদেখতে পান, সব। দুধের ছেলেটা বাগানের আগল খুলে গ্রীলের ফাঁকা দিয়ে দুধেরপ্যাকেট গলিয়ে দেবে। সারদার ব্যস্ত গলা শোনা যাবে, আর একটাএকস্ট্রা হবে ?

ছেলের বউ - এর হাতথেকে বাজারের থলিটা নিতে নিতে হরনাথ বলবে, তুমি ভাতটা চাপিয়ে দাওবৌমা, তাড়াতাড়ি ব াজারটা সেরে আসছি। দিল্লি থেকে কারা সব বড় সাহেবআসবে, সূর্যকান্তের অফিস ইন্‌স্পেক্‌শন হবে। সারাদা ব্যস্ত হয়ে বলবে,অল্প বোনলেস্‌ আনবেন বাবা। একটু স্যুপ করব দাদা মশাই - এর জন্য।

একই ইচ্ছে করে বারিরেবারান্দায় বসেন ইজিচেয়ারে। আকাশে পূজোর খবর নিয়ে এসেছে টুকরোটুকরো মেঘ। খুশির বাতাসে কাশফুল দুলছে। তর্‌ সয় নি, কোথায় যেনক্যাসেটে বাজছে, বাজলো তোমার আলোর বেণু.....। সেই শেষ কবে যে বসেছিলেন,মনেও পড়ে না সৌম্যর।

ধূপের গন্ধেভরে গেলঘর। বৃষ্টি ধূপদানিতে কাঠিগুলো ঢোকালে ঢোকালে ফিরে চাইল,তোমার খুব আনন্দ হচ্ছে। না ক ান্তদা ?

উত্তরের অপেক্ষা নাকরে ধূপদানিটা নাড়িয়ে যাচ্ছে সারা ঘরে আরতির ঢঙে। তারপর খিল খিলহাসতে হসতে বলল, তুমি তো ঠাকুর হয়ে গেছ কান্তদা। তোমাকেসাক্ষী মেনে এ সংসারে সব কাজ হয়।

সৌম্য এখন বৃষ্টিকেদেখতে পাচ্ছেন না। কথাগুলো যেন অদৃশ্য ধনুকের ছিলা থেকে বিঁধছে তাঁকে।শরশয্যায় ভাষ্মর মত শুয়ে আছেন তিনি।
অন্য সুর বাজলোবৃষ্টির গলায়, আনন্দ হল্য কী মানুষ তোমার মত চুপ করে থাকে! তুমিপাথরের বিগ্রহ কান্তদা।

চারদিকে ধূ ধূপ্রান্তর। মাঝখানে নির্জন এক পাহাড়। আকাশের সঙ্গে কথা কইছে।সেই পাহাড়ের তুষার-সাদা চূড়োয় দাঁ ড়িয়ে চিৎকার করে বলতে ইচ্ছেকরছে, বষ্টি আমার আনন্দ হচ্ছে। আর কতদিন এই মরা শরীরটা আগলেথাকবি মা ! ইচ্ছে করছে হা হা করে হাসতে হাসতে অর্থহীন শূন্যআকাশটাকে ভেঙে টুকরো টুকরো করে মাটিতে ছড়িয়ে দিই।

---তুমি কাঁদছকান্তদা ! বিগ্রহের চোখে জল ! আমিও তো পরগাছাকান্তদা। তোমার মত মহীরূহকে আঁকড়ে এসেছি। কিন্তু.....
বৃষ্টির গলাটা যেনধরে গেল !

তিন

রাঙা চেলীতেবৃষ্টিকে মানিয়েছে ভারী! সঙ্গেমাথায় টোপর সঙ্গীত। বিগ্রহ প্রণামের পর সারদা-ই বলল, আশীর্বাদ কন দাদামশাই ।ওরা যেন সুখীহয়।

সৌম্যর চোখের কোনদুটো কী টাটিয়ে উঠছে ! বুকেরভেতর ঘর ঘর শব্দ হচ্চে।
আর বৃষ্টি ! তারচোখেও কী মুক্ত বিন্দু ! বৃষ্টির ভেতরে আকাশ - উপুর-করা কল্ কল্ জলের ঝরে -পড়া সৌম্য যেন টেরপান। তাঁর নিথর হাত কেউ যেন তুলে ধরল আশীর্বাদের ভঙ্গিতে।

একটু পরেই শূন্য ঘরেসৌম্য একলা। নিঃশব্দতা ভাঙছে ঘড়িটা। সময়ের পিছনে শব্দের এই অনর্গল খবদারি -সৌম্যর অসহ্য।
বাইরে গাঢ় অন্ধকার।আজ সারদা এসেছে। ঘুম পাড়ানোর ওষুধ দেব। তার আগে গরাস করে মাখা ভাতখাইয়ে দেবে।

সৌম্যকান্ত আজঘুমবেন না। সারা রাত জেগে থাকবেন। কুন্দ মা এল বলবেন, মাগো মাথার গোড়ারজানালাটা খুলে দাও মা। আকাশের তারা দেখব, কত কতদিন বাইরেটা দেখি নি।
মাথার ওপর নরম হাতেরতালু রেখেছে কুন্দমা। কী অদ্ভুত শান্তি! অসাড় শরীরটা কী তাঁরকাঁপছে !
অন্দরের সব দরজা জানালাখুলে যাচ্ছে। বিছানার ওপর একটু একটু করে সৌম্য যেন উঠে বসেছেন।অন্ধকারেও কুন্দমার মুখটা স্পষ্ট হয়ে উঠল।

বৃষ্টি ! সৌম্যর দুহাতের তালুতে ধরা বৃষ্টিরমুখটা। মাগো আর এই বিগ্রহ জীবনটা ভালো লাগে না।
চৌকাঠ পেরোনোরআগে বৃষ্টির কোলে যেন মাথা ঘষছেন সৌম্য, একটু গর্ভ দে মা.....একটুগর্ভ.....

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com